মেহেরপুরে মাদকাসক্ত যুবককে তিন মাসের কারাদণ্ড

মাদক সেবনের অপরাধে লালন শেখ নামের এক মাদকাসক্তকে ৩ মাসের বিনাশ্রম জেল ও ১০০ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রট।

বুধবার (৭ ফেব্রুয়ারি) বিকালে সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাজহারুল ইসলাম এই কারাদণ্ড ও জরিমানার আদেশ দেন।

সাজাপ্রাপ্ত লালন শেখ মেহেরপুর শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ড নতুন পাড়ার আবুল কাশেমের ছেলে। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাজহারুল ইসলাম জানান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৩৬ এর ৫ ধারায় তাকে ৩ মাসের জেল এবং ১শ টাকা জরিমানা করা হয়।

এর আগে দুপুরের দিকে মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আবুল হাশেমের নেতৃত্বে একটি টিম মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ড নতুনপাড়া এলাকা থেকে মাদক সেবন করার সময় লালন শেখকে আটক করেন।

পরে ভ্রাম্যমান আদালতে তাকে সোপর্দ করা হয়। বিকালেইদণ্ডপ্রাপ্ত লালন শেখকে মেহেরপুর জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় বিপুল পরিমান নকল আকিজ বিড়ি জব্দ

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার বৈরাগীচর পূর্বপাড়া গ্রামের হাবিল ও কাবিলের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমান নকল ব্যান্ডরোলযুক্ত আকিজ বিড়িসহ বিড়ি তৈরির বিভিন্ন উপকরন জব্দ করেছে পুলিশ।

আজ বুধবার দুপুর ২ টার দিকে দৌলতপুর থানা পুলিশ এ অভিযান

পরিচালনা করেন।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সরকারের মোটা অংকের টাকা রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে কুষ্টিয়া জেলায় কতিপয় অসাধু চক্র দীর্ঘদিন ধরে নকল ব্যান্ডরোলযুক্ত বিড়ি উৎপাদন, বিক্রি ও বাজারজাত করে আসছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার দুপুর ২ টার দিকে দৌলতপুর থানার উপ-পরিদর্শক সেলিম রেজার নেতৃত্বে পুলিশের একটি চৌকস টিম উপজেলার বৈরাগীচর পূর্বপাড়া গ্রামের হাবিল ও কাবিলের বাড়িতে অভিযান ও তল্লাশি চালায়।

এসময় ওই বাড়ি থেকে দুই বস্তায় আশি হাজার (৮০,০০০) শলাকা নকল ব্যান্ডরোলযুক্ত বিড়ি, কয়েক লক্ষ বিড়ির ঠোস, ফিল্টার, নকল পেটির বারকোড, লক্ষাধিক নকল ব্যান্ডরোলসহ বিপুল পরিমান বিড়ি তৈরির উপকরন জব্দ করা হয়।

পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অভিযুক্তরা বিড়ি ও বিড়ি তৈরির উপকরণ রেখে দ্রুত পালিয়ে যায়। অভিযান শেষে জব্দকৃত নকল আকিজ বিড়ি ও বিড়ি তৈরির উপকরন পুলিশ হেফাজাতে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আসামীদের গ্রেফতারের চেষ্টা অব্যহত রয়েছে। একই সাথে তাদের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানান পুলিশ।

দৌলতপুর থানার উপ-পরিদর্শক সেলিম রেজা জানান, নকল ব্যান্ডরোল ব্যবহার করে এসব বিড়ি কোম্পানিগুলো দৈনিক বিপুল পরিমান টাকা রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে তাদের ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল। অভিযানে বিপুল পরিমান অবৈধ বিড়ি জব্দ করা হয়েছে।

তিনি আরো জানান, নকলের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যহত থাকবে। এছাড়া রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে কেউ অবৈধভাবে বিড়ি উৎপাদন, বিক্রি ও বাজারজাত করলে তার বিরুদ্ধে আইননানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

দর্শনায় বাংলা মদসহ ব্যবসায়ী জয় গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় বিশেষ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১শ ২০ লিটার বাংলা মদসহ দীর্ঘদিনের মাদক ব্যাবসায়ী জয়দেব কুমার বিশ্বাসকে (৪৮) গ্রেফতার করেছে।

সে দর্শনা পৌরসভার আজমপুর গ্রামের মৃত মুরালী মোহন বিশ্বাসের ছেলে।

আজ সোমবার (৫ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে অভিযান চালায় দর্শনা রেল বাজার মনোরঞ্জন মার্কেটের দক্ষিন পাশে।এ সময় দর্শনা থানার এসআই(নিঃ) খান আঃ রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ ১৫ টি প্লাস্টিকের কন্টিনেটার ভর্তি ১২০ লিটার বাংলা মদসহ জয়দেব বিশ্বাসকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ জানায় জয় দীর্ঘদিন ধরে এই বাংলা মদের ব্যবসা করে আসছে।তার বিরুদ্ধে নকল মদ তৈরি করে বিক্রি করে এমনও অভিযোগ রয়েছে।এই বাংলামদের আনুমানিক বাজার মৃল্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা।

এ দিকে জয়দেব বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলাসহ নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

গাংনীর রামকৃষ্ণপুরে ৬ গ্রাম হেরোইনসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

গাংনীর রামকৃষ্ণপুরে ৬ গ্রাম হেরোইনসহ মাদক ব্যবসায়ীকে আটকে আটক করেছে ধলা পুলিশ ক্যাম্প।

আজ রবিবার বিকেলে রামকৃষ্ণপুরে ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) সাহেব আলীর নেতৃত্বে, এ এস আই আবুল কালাম আজাদ, ও এ এস আই

শামসুর রহমান, এ এস আই শ্রী অমল চন্দ্র , সঙ্গিও ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।

আটককৃত হলেন মোঃ রিয়জ উদ্দিন(২৪) মোঃ মজির উদ্দিনের ছেলে।

পুলিশ জানায়, প্রকাশ্যে হেরোইন বিক্রি করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয় মজির উদ্দিনের বাড়ির পাশে। এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টাকালে তাকে আটক করা ও তার দেহ তল্লাশি করে ৬ গ্রাম হেরোইনসহ আটক করা হয়। এছাড়াও মোঃ রিয়জ উদ্দিন একজন চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) সাহেব আলী জানান, মাদক বিক্রির সময় হাতে নাতে তাকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে গাংনী থানাতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে আদালতে প্রেরণ করা হবে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের অভিযানে ইয়াবাসহ গ্রেফতার ২

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ কর্তৃক মাদক বিরোধী অভিযানে ৫৪ (চুয়ান্ন) পিস ইয়াবা ট্যাবলেট ও ০১টি মোবাইল ফোন উদ্ধার সহ দুই জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম-সেবা দিকনির্দেশনায় চুয়াডাঙ্গা থানা এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জের নেতৃত্বে এসআই(নিঃ) মোঃ মাসুদ রানা সংগীয় অফিসার ফোর্সসহ চুয়াডাঙ্গা থানা এলাকায় মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযানে আজ শনিবার বিকাল পাঁচটার সময় চুয়াডাঙ্গা থানাধীন আলুকদিয়া ইউনিয়নের ভালাইপুর নিকস্থ জনৈক মুক্তার মিয়ার SBM-2 ইট ভাটার প্রবেশ গেটের সামনে কাঁচা রাস্তার উপর হতে আলমডাঙ্গা থানার ভালাইপুর মাঝের

পাড়ার রবিউল ইসলামের ছেলে আসামি মানিক হোসেন(২৫) ও চুয়াডাঙ্গা সদর থানার হুচুকপাড়ার তৈয়ব আলীর ছেলে আসামি মোঃ মইনুল হোসেন(২৭) কে ৫৪ (চুয়ান্ন) পিস অবৈধ মাদকদ্রব্য ইয়াবা ট্যাবলেট ও ০১টি মোবাইল ফোনসহ হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা থানায় মাদক আইনে নিয়মিত মামলা রুজু হয়।

চুয়াডাঙ্গায় গাঁজাসহ চাষী আটক

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বড়শলুয়া গ্রামে চিত্রা নদীর পাড় সংলগ্ন নিজ জমিতে অন্যন্য ফসলের সাথে দুইটি গাঁজা গাছসহ হাবিবুর রহমান ওরফে হাবুলকে (২৮) আটক করেছে দর্শনা থানা পুলিশ। সে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানার বড়শলুয়া গ্রামের নজির ফকিরের ছেলে।

জানা যায়, শনিবার ৩ ফেব্রুয়ারি বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে অভিযান চালায় বড়শলুয়া চিত্রা নদীর ধারে হাবুলের নিজ জমিতে।

এ সময় দর্শনা থানার এস আই তারেক হাসান সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে তরতাজা অবৈধ মাদকদ্রব্য দুইটি গাঁজা গাছ উদ্ধার করে। সেই সাথে হাবিবুর রহমান হাবুল কে গ্রেফতার করে।গাঁজা গাছ দুইটির আনুমানিক বাজার মৃল্য ৪৪ হাজার টাকা। আগামীকাল তাকে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করা হবে।

আলমডাঙ্গায় মাদক সেবন ও

বিক্রির অপরাধে ২জনকে কারাদণ্ড

আলমডাঙ্গার পৌর এলাকায় মাদক সেবন ও বিক্রির অপরাধে দুই নারী ও পুরুষকে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে এই সাজা প্রদান করেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ।

চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খাঁন জানান, শহরের এরশাদপুর মকবুল মোড় নামক এলাকায় এক যুবক প্রকাশ্যে মাদক সেবন করছে। এমন তথ্যের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালানো হয়।

এসময় দুই এ্যাম্পুল বুপ্রেনরফাইন ইনজেকশনসহ মিন্টু হোসেন (৩৫) নামের এক সেবনকারীকে হাতেনাতে আটক করা হয়। এছাড়া হাউসপুর এলাকায় প্রকাশ্যে ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট বিক্রির সময় আয়েশা খাতুন (৩০) নামের এক মাদক ব্যবসায়ী নারীকে আটক করা হয়।

পরে পৃথক ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে মিন্টু হোসেন ও আয়েশা খাতুনকে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ। মাদক সেবনের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত নারী ও যুবককে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে ২০ পিচ ইয়াবাসহ লক্ষ্মণ দেবনাথ আটক

কোটচাঁদপুরে ২০ পিচ ইয়াবাসহ লক্ষ্মণ দেবনাথ (৩১)কে আটক করেছেন কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ। আজ শুক্রবার স্থানীয় মেইনবাসস্ট্যান্ড থেকে তাঁকে আটক করা হয় বলে নিশ্চিত করেছেন থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নাজিবুল হক।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদ পেয়ে কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ স্থানীয় মেইনবাসস্ট্যান্ডে অভিযান চালান। আটক করেন লক্ষ্মণ দেবনাথকে। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ২০ পিচ ইয়াবা উদ্ধার করেন পুলিশ। এ ব্যাপারে তাঁর বিরুদ্ধে কোটচাঁদপুর থানায় মাদক আইনে মামলা হয়েছে। লক্ষণ দেবনাথ কালিগঞ্জের বলরামপুর গ্রামের রহিত দেবনাথের ছেলে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নাজিবুল হক বলেন, কোটচাঁদপুর মেইন বাসস্ট্যান্ডে থেকে লক্ষন দেবনাথকে আটক করা হয়। এ সময় তাঁর জ্যাকেটের পকেট থেকে ২০ পিচ ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। লক্ষণের নামে কোটচাঁদপুর থানায় মাদক আইনে মামলা হয়েছে।

র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে গাঁজা ফেলে পালালেন মাদক ব্যবসায়ীরা

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) এর অভিযান টের পেয়ে পালিয়ে গেলেন চার গাঁজা ব্যবসায়ী। পরে ঘটনাস্থলে অভিযান চালিয়ে চার কেজি ২ শ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে র্যাবের টিম।

আজ বুধবার (২৪ জানুয়ারি) বিকাল সাড়ে পাঁচটার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর কলোনিপাড়া এলাকার সিরাজপুর মাঠ নামক স্থানে এই অভিযান চালানো হয়।

এই গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় র্যাবের পক্ষ থেকে মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের মোহন আলীর ছেলে রাকিবুল ইসলাম ওরফে ড্যানি
(২৪) এবং গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের মাঠপাড়া এলাকার মৃত এমাজ উদ্দিনের ছেলে মারফত মন্ডলসহ অজ্ঞাত আরো দুজনের বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণীর ১৯(ক) ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

র্যাব-১২ এর সিপিস-৩ এর কোম্পানি কমান্ডার সহকারী পুলিশ সুপার

মো: মনিরুজ্জামান এই ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, কয়েক ব্যক্তি পাচারের উদ্যেশ্যে গাঁজা জড়ো করেছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়।র্যাবের অভিযান টের পেয়ে গাঁজা ফেলে তারা পালিয়ে যায়। পরে ঘটনাস্থল থেকে চার কেজি ২ শ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

মুজিবনগরে ফেনসিডিল সহ একাধিক মাদক মামলার আসামি আটক

৬০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ মো ইনসান বিশ্বাস নামের এক মাদক কারবারীকে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

মাদক ব্যবসায়ী ইনসান বিশ্বাস মুজিবনগর উপজেলার সীমান্তবর্তি জয়পুর গ্রামের আব্দুল বিশ্বাসের ছেলে।

আজ মঙ্গলবার (২৩ জানুয়ারি) দিবাগত রাত ৯ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ইনসান বিশ্বাসের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৬০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ তাকে আটক করেন।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের পরিদর্শক তরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে সংগীয় এসআই(নিঃ) অরুণ কুমার, এএসআই(নিঃ)মোঃ মাসুদ রানা অভিযানে অংশ নেন।

ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম এই তথ্য নিশ্চিত করে জানান,গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জয়পুর গ্রামের মাদক ব্যবসায়ী ইনসান বিশ্বাসের বাড়িতে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। এসময় তার বসত ঘর থেকে ৬০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

আসামী ইনসান বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মুজিবনগর থানায় এফআইআর নং ৬, তারিখ ১৩ নভেম্বর ২০২২, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ২০১৮ এর ধারা : ৩৬ (১) সরণির ১৪(গ)/৪১, মামলা নং জিআর ১৫২ মামলা রয়েছে।

এঘটনায় মুজিবনগর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি নিয়মিত

□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□